শৈলকুপায় শিক্ষক হত্যা মামলায় একই পরিবারের ৩ জনের ফাঁসির আদেশ

শৈলকুপায় স্কুল শিক্ষক খান মোহাম্মদ আলাউদ্দীন হত্যা মামলায় তিনজনের ফাঁসির আদেশ হয়েছে। এছাড়া একজনকে আমৃত্যু কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার ঝিনাইদহের বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ মোঃ নাজিমুদ্দৌলা এই রায় প্রদান করেন।

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামীরা হলেন, শৈলকুপা উপজেলার শিতালী গ্রামের গোলাম কুদ্দুস খানের ছেলে রান্নু খান, শামছুর রহমান খানের ছেলে জামাল খান ও তার ভাই কানু খান।

আসামীদের প্রত্যেককে মৃত্যুদন্ডের পাশাপাশি চল্লিশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। আমৃত্যু কারাদন্ড প্রাপ্ত আসামী একই গ্রামের ওমেদ আলী খানের ছেলে শামছুর রহমানকে আমৃত্যু দন্ডের পাশাপাশি ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

আসামীরা সবাই একই পরিবারের সদস্য এবং নিহত’র ভাই, ভাজিতা ও চাচা বলে জানা গেছে।

আদালতে দেয়া রায় সুত্রে জানা গেছে, সুপারি গাছের মালিকানা নিয়ে সৃষ্ট বিরোধের সুত্র ধরে ২০১৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর আসামীরা এজাহারকারী মোছাঃ শিউলী খাতুনের ভাসুরের ছেলে রিপন আনসারীর বাড়িতে ঢুকে মারধর করে। এ সময় স্কুল শিক্ষক খান মোহাম্মদ আলাউদ্দীন ভাতিজাকে ঠেকাতে গিয়ে তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

এ ঘটনায় পরদিন নিহত’র স্ত্রী মোছাঃ শিউলী খাতুন বাদি হয়ে ৭ জন আসামীর নাম উল্লেখসহ আরো ৪/৫ জনের বিরুদ্ধে শৈলকুপা থানায় মামলা করেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সাজ্জাদ হোসেন ৭ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জসীট প্রদান করেন। বিজ্ঞ আদালত ১৯ জন সাক্ষির মধ্যে ১২ জনের সাক্ষ্য গ্রহন শেষে বুধবার উল্লেখিত রায় প্রদান করেন।

রাষ্ট্র পক্ষে পিপি এ্যাড ইসমাইল হোসেন বাদশা, এজাহারকারীর পক্ষে এ্যাড তারিকুল আলম ও আসামী পক্ষে এ্যাড শামসুজ্জামান তুহিন মামলাটি পরিচালনা করেন।

এ ব্যাপারে নিহত খান মোহাম্মদ আলাউদ্দীনের ছেলে শৈলকুপার হাটফাজিলপুর হাই স্কুলের শিক্ষক রাশেদুল ইসলাম খান জানান, চোখের সামনে আমার পিতাকে হত্যা নির্মমভাবে করা হয়।

এই রায়ে আমি পুরোপুরি সন্তষ্ট হতে পারিনি। তিনজন আসামীকে বিজ্ঞ আদালত খালাস দিয়েছেন। তারা সরাসরি হত্যা মিশনে অংশ নিয়েছিল। এই রায়ের বিরুদ্ধে আমার মা উচ্চ আদালতে আপীল করবেন।

মামলার রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবি ইসমাইল হোসেন বাদশা বলেন, আদালত যে রায় দিয়েছে তাতে আমরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করছি। দ্রুত এই রায় কার্যকর যেন হয় সেই আশা করছি।

ঝিনাইদহে সাপের কামড়ে প্রাণ গেলো স্কুল ছাত্রের

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বিসিক এলাকায় সাপের কাপড়ে সূর্য বিশ্বাস
(১৩) নামে এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৬ আগস্ট) সকাল ১১টার দিকে সে মারা যায়। সূর্য সদর উপজেলার চুয়াডাঙ্গা গ্রামের আশরাফুল বিশ্বাসের ছেলে এবং স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা মশিউর রহমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেনীর ছাত্র।

সুর্য বিশ্বাসের সহপাঠী সোহান আহমেদ জানায়, রাতে শহরের বিসিক শিল্পনগরীর প্রবেশ পথে নিজেদের মুদি দোকানে ঘুমিয়ে ছিল সূর্য বিশ্বাস। ভোর ৪টার দিকে দোকানের ভেতর থেকে একটি সাপ বের হতে দেখে স্থানীয়রা।

এর কিছুক্ষণ পর সূর্য চিৎকার শুরু করলে স্থানীয়রা দোকানের শাটার খুলে ভেতর থেকে সূর্যকে বের করে আনে। এরপর সদর হাসপাতালের জরুরি

বিভাগে ও পরে ওঝার কাছে নিয়ে যায়। সকাল সাড়ে ১১টার দিকে ফের সদর হাসপাতালে আনলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. ফাল্গুনী রানী সাহা বলেন, হাসপাতালে আসার আগেই সে মারা গেছে। হয়তো সময় মতো হাসপাতালে আনলে ছেলেটিকে বাঁচানো সম্ভব হতো।

ঝিনাইদহে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১৫নং কালিচরণপুর ইউনিয়নের উত্তর কাষ্টসাগরা গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইদ্রীস আলীর পরিবারের উপর সন্ত্রাসী হামলা, মিথ্যা মানববন্ধন করে অপপ্রচার, হয়রানী ও দায়েরকৃত মামলা তুলে নেওয়ার হুমকি প্রদানের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী মুক্তযোদ্ধা পরিবার।

মঙ্গলবার (১৬আগস্ট) দুপুর ১২টায় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রীস আলী ও মেয়ে ইডেন কলেজের ছাত্রী রঞ্জনা খাতুন জানান, মোঃ ইদ্রিস আলী একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ১৯৭১ সালে ৮ নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর মনজুর রহমান এর নেতৃত্বে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। জেলার অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধারা তাকে চেনেন ও জানেন। মুল বাড়ী হরিণাকুন্ডু উপজেলার তাহেরহুদা ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে হলেও তিনি ১৯৮৯ সাল থেকে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১৫ নং কালিচরণপুর ইউনিয়নে উত্তর কাস্টসাগরা গ্রামে বসবাস করেন।

গত ইউপি নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের সমর্থন করায় বর্তমান স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান ও ১নং ওয়ার্ডের বর্তমান মেম্বর মিজানুর রহমান মিজু’র ইন্ধোনে সম্পতি ও জায়গা জমি নিয়ে একই গ্রামের পাঞ্জু শাহ, ইউনুস ও সুরত আলীর সাথে পুরাতন বিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। জমিজমা সংক্রান্তে আদালতে মামলা চলমান রয়েছে। যার মামলা নং- অতিরিক্ত

জেলা জজ (২) দেওয়ানী আপিল-৮৪/২০। এরই জের ধরে তাদের প্রতিপক্ষ তোয়াজ উদ্দিন এর পুত্র মনিরুল প্রায়ই ইদ্রীস আলী বড় কন্যা (ঢাকা ইডেন মহিলা কলেজের মাষ্টার্স ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী) রঞ্জনাকে উত্ত্যক্ত ও আপত্তিজনক প্রস্তাব দিয়ে আসছিল।

জমিজমা সংক্রান্ত বিষয় আদালতে বিচারাধীন থাকাবস্থায় গত ২২ জুলাই রাত ৮ টার সময় তুহিন ও মনিরুলের হুকুমে দেশীয় অস্ত্রসস্ত্র, লাঠিসোটা নিয়ে তার পরিবারের উপর অতর্কিত হামলা করে।

এতে শালিকা শিখা খাতুন ও তার পুত্র মোঃ নয়ন কে জখম করে। এ সময় তার কন্যা (রঞ্জনা খাতুন) প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে গেলে মনিরুল, রানা রঞ্জনার জামা কাপড় ছিড়ে শ্লীলতাহানি ঘটায় ও এলোপাতাড়ী মারপিট করে এমনকি প্রতিবন্ধী স্ত্রী রাশিদা খাতুনকে মারপিট করে, শ্যালকের ৫ মাসের অন্তসত্তা স্ত্রীর তলপেটে লাথি ও ঘুষি মারে মনিরুল, ওবায়দুল ও আসাদ।

তিনি গত ২৩ জুলাই হতে ৩০জুলাই পর্যন্ত ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি এখনো শংকা মুক্ত নন।

বিষয়টি নিয়ে তার শালিকা ও তার পুত্র মোঃ নয়ন ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়। এর মধ্যে ২৫জুলাই ঝিনাইদহ কোর্টে মামলা দায়ের করে তার শ্যালক মোঃ সাবান শাহ। মামলা নং- ২২৫/২২ এবং কন্যা রঞ্জনা খাতুন গত ২৯জুলাই তারিখে সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করে। যার নং- ৫৮/৩২৫।

তিনি লিখিত বক্তব্যে আরও বলেন এ ঘটনার পর থেকে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে খুনের হুমকি ধামকি দেয়। গত ১ আগস্ট আসামীদের জামিনের পরপরই আমার কন্যা রঞ্জনা খাতুন ও শ্যালক সাবান শাহ কে হত্যার হুমকি ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিতে থাকে। এ অবস্থায় রঞ্জনা খাতুন ২ আগস্ট ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করে। ডায়েরী নং- ১১৯ এবং সাবান শাহ বাদী হয়ে গত ১আগস্ট ঝিনাইদহ কোর্টে একটি ৭ ধারা মামলা দায়ের করে। যার মামলা নং- ৪৩৪/২২।

উক্ত ঘঁটনা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে থানা প্রশাসন এবং পিবিআই দফায় দফায় তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এর পরেও তারা ক্ষ্যান্ত হয় নি। উক্ত বিষয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হবার পর থেকে গত ১২ আগস্ট সকালে সদর উপজেলার উত্তর কাষ্টসাগরা বাজারে একটি কথিত মানব বন্ধনের নামে আদিবাসীদের

ব্যবহার করে বিভিন্ন অশ্লীল ও আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করে ব্যানার, প্লেকার্ড, ফেস্টুন প্রদর্শন করে। আদৌও তারা কোন আদিবাসী নয়।

এ বিষয়ে তিনি ১৩ আগস্ট ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করেন যার নং- ৮৭৪। তাছাড়া দুই কন্যা ঢাকা ইডেন মহিলা কলেজ ও সরকারি কে.সি. কলেজে পড়ুয়া মেয়ের বিরুদ্ধে অত্যন্ত আপত্তিকর পতিতা বিত্তি পেশার সাথে তুলনা করে। তাদের কুরুচি পূর্ণ বক্তব্য ও প্লেকার্ড প্রদর্শন করেছে। যা আমার পরিবার ও সন্তানদের জন্য লজ্জাজনক ও মানহানিকর। আমি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সরকারি আবাসন প্রকল্পে দুই দফা ঋণ উত্তোলন করে উক্ত স্থানে স্থানীয় আনারুল ইসলাম তুফান মালিতার নিকট হইতে ৩ শতাংশ জমি নিয়ে একতালা বাড়ি নির্মাণ কাজ শুরু করি। উক্ত ৩ শতাংশ জমি ব্যতিত আমার কোন সম্পত্তি নেই। আমি কখনোও আদিবাসি নামধারী কাহারও নিকট হইতে জমি ক্রয় বা ভোগদখল করি নাই। তথাপিও আমার ঋণের টাকায় নির্মানাধীন বাড়ি নিয়ে নানারকম কুরুচি পূর্ন বক্তব্য প্রদর্শন করে।

পরিবারটি এখন জীবনের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। সংবাদ সম্মেলনে তিনি প্রকৃত সত্য ঘটনা প্রকাশ করে প্রশাসনের সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দোষিদের শাস্তির দাবী জানান।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা (সাবেক কমান্ডার) রেজাউল ইসলাম,বীর মুক্তিযোদ্ধা জামাল হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা আলাউদ্দীন, শ্যালিকা শিখা খাতুন প্রমূখ।

ঝিনাইদহে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালিত

ঝিনাইদহে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭ তম শাহাদতবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

সোমবার সকালে শহরের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সামাজিক,

সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সংগঠন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শোক র্যালী বের করা হয়। র্যালী শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘরে প্রেরণা ৭১ চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

পরে প্রেরণা ৭১ চত্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। দিবসের শুরুতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেণ রাষ্ট্রের পক্ষে জেলা প্রশাসন, এর পরেই পুলিশ সুপার, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এছাড়া বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জেলা শাখাসহ বিভিন্ন অংগ ও সহযোগী সংগঠন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকেও পুস্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

পরে জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য খালেদা খানম, জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, বঙ্গবন্ধুর পলাতক খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের আওতায় আনার দাবী জানান। অপরদিকে সোমবার সকালে শহরের এইচএসএস সড়কের আহার রেস্টুরেন্টের সামনে আলোচনা সভার আয়োজন করে সদর থানা যুবলীগ ও জেলা জাতীয় শ্রমিক লীগ।

এতে ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি জীবন কুমার বিশ্বাস, জেলা জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি আক্কাচ আলী, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক রাজু আহম্মেদ, সদর থানা যুবলীগের আহ্বায়ক শাহ মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল রাজাসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। আলোচনা সভা শেষে দোয়া মাহফিল ও গণভোজের আয়োজন করা হয়।

হরিণাকুণ্ডুতে শ্রদ্ধায় স্মরণে

জাতীয় শোক দিবস

প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা, শোক র্যালী, দু’আ মাহফিলসহ নানা আয়োজনে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে পালিত হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস।

সোমবার সকালে উপজেলা পরিষদ চত্তরে জাতির পিতার ম্যুরালে উপজলা পরিষদ, প্রশাসন, বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, আওয়ামী লীগ, পৌরসভা, বাংলাদেশ পুলিশ, প্রেস ক্লাব, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন।

সকাল ১০টায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউএনও সুস্মিতা সাহার সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসাইন। এ সময় সহকারী কমিশনার (ভূমি) তানভীর হোসেন, পৌরসভার মেয়র ফারুক হোসেন, ওসি সাইফুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি খাইরুল ইসলাম, ইউপি চেয়ারম্যান কামাল হোসেন, শরাফত দৌলা ঝন্টু, প্রেস ক্লাব সভাপতি সাইফুজ্জামান তাজু, স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক ফিরোজ সালাউদ্দিন, যুগ্ম আহবায়ক রাফেদুল হক সুমন, ছাত্রলীগের যুগ্ম আহবায়ক রুবেল রানা, শিক্ষার্থী সাকিব মোহাম্মদ শোয়েব প্রমূখ বক্তব্য দেন।

এ ছাড়াও এই উপলক্ষে উপজেলা আওয়ামী লীগ পুস্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও দু’আর মাহফিল করে। এসব অনুষ্ঠানে উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মশিউর রহমান জোয়ার্দার ও সাধারণ সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলামসহ দলীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সকাল ১১টায় ছাত্রলীগের যুগ্ম আহবায়ক রুবেল রানার নেতৃত্বে শোক র্যালী, ইসলামী ফাউন্ডশনের আয়োজনে আলোচনা সভা, দু’আ মাহফিল, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে যুবক- যুবতীদের মাঝে যুব ঋণের চেক বিতরণসহ উপজেলার প্রতিটি গ্রামে গণভোজের আয়োজন করে আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন সহযোগি সংগঠন।

ঝিনাইদহে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত। রবিবার সকালে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ঝিনাইদহ কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অবঃ) এটিএম আব্দুল ওয়াহহাব।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, মোঃ নুর উর রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (সাবেক সচিব) রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ঝিনাইদহ জেলা ইউনিটের ভাইস চেয়ারম্যান মাহমুদুল ইসলাম ফোটন, সেক্রেটারি জেএম রাশীদুল আলম রশীদসহ, নির্বাহী সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল, সহ ইউনিটের সদস্যবৃন্দ।

ঝিনাইদহে বইছে নির্বাচনী হাওয়া, ভোট সেপ্টেম্বরে

ইউপি নির্বাচনের আমেজ কাটতে না কাটতেই ঝিনাইদহ পৌর নির্বাচন নিয়ে আলোচনা। আগামী সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই পৌর নির্বাচন সম্পন্নের প্রস্তুতি গ্রহণে নির্দে দিয়েছেন হাইকোর্ট।

মূলত এরই সূত্র ধরে শুরু হয়েছে নির্বাচনী আলোচনা সমালোচনা। ঝিনাইদহ সদর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত এ আলোচনা সর্বত্রই। বাজারের চায়ের স্টল, হাট, ঘাট, মাঠ সর্বত্রই চলছে নির্বচনী আলোচনা। মোট কথা ৩ জন থেকে ৫ জন ভোটার একত্রিত হলেই

শুরু হয়ে যায় নির্বাচনী আলোচনা।

ঝিনাইদহের সর্বসাধারণের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, প্রার্থীরা ইতোমধ্যে অনেকটাই দৃশ্যমান। প্রার্থীরা এখন বিভিন্ন সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে, এলাকার খেলাধুলার অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে জনগণের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করছেন।

ঝিনাইদহ পৌর নির্বাচনে প্রতীক পেয়েছেন মেয়র পদে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা চার প্রার্থী। নৌকা প্রতীক নিয়ে আওয়ামী লীগের প্রবীণ ও ত্যাগী নেতা আব্দুল খালেক, নারকেলগাছ প্রতীক নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী ওরফে হিজল, মোবাইল প্রতীক নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী মিজানুর রহমান ওরফে মাসুম এবং হাতপাখা নিয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী সিরাজুল ইসলাম মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দীতা করছেন।

ঝিনাইদহ পৌরসভায় মোট ভোটার ৮২ হাজার ৬৯৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৪০ হাজার ৪৪৬ জন ও নারী ভোটার ৪২ হাজার ২৪৯ জন।

ঝিনাইদহ পৌর নির্বাচনে এখনো পর্যন্ত এগিয়ে রয়েছেন ঝিনাইদহের কৃতিসন্তান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একজন প্রবীণ ও ত্যাগী নেতা আব্দুল খালেক। তিনি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

১৯৭২-১৯৭৩ সালে ঝিনাইদহ সরকারি কেসি কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে রাজনীতির হাতেখড়ি শুরু। ১৯৭৩-১৯৭৪ সালে জি,এস ঝিনাইদহ কেসি কলেজ ছাত্র সংসদ।

১৯৭৬-১৯৭৮ বাংলাদেশ ছাত্রলীগের আহবায়ক। ১৯৮০ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ঝিনাইদহ পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পদাকের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালতে রত আছেন।

দীর্ঘ রাজনীতিতে কোন চাপে বা কোন লোভে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ থেকে কখনো বিচ্যুত হয়নি। সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবানে খালেক বলেন, আমাকে নিয়ে অনেক ষড়যন্ত্র করেছিলো কিন্তু আল্লাহ সহায় থাকলে কেউ কোন ক্ষতি করতে পারে না। জনসমর্থন আদায়ে মাঠে রয়েছি। শহরে নৌকার পক্ষে নতুন উদ্যমে শুরু হয়েছে প্রচার প্রচারনা। সফলতা আসবে ইনশাআল্লাহ।

কোটচাঁদপুরে দুই চোর আটক

শেষ রক্ষা হল চোরেদের। আলমসাধু চুরি করে পালানোর সময় হাতে-নাতে ধরা পড়েছেন তারা। পরে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে। শনিবার সকালে এ ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুরের কাশিপুর গ্রামে।

আলমসাধুর মালিক ইসমাইল হোসেন বিশু বলেন, প্রতিদিনের মত শুক্রবারও আলমসাধু বাড়ি উঠানে রাখি। রাত ২টা বাজে। হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে দেখতে পায় আলমসাধু নাই। এরপর ঘর থেকে বের হতেই চোরেরা আলমসাধু নিয়ে পালাচ্ছে।

এ সময় তাদেরকে ধাওয়া করে পিছু নিই। পরে আমি আমার কালিগঞ্জের এক স্বজনকে মোবাইলে বিষয়টি জানায়। এ খবরে তারা সড়কে এসে আলমসাধুটি ধরে ফেলে। দৌড়ে পালায় চোরেরা।

পরে তারা চোরেদের পিছু নিয়ে সুমন নামের একজন ধরে ফেলেন। এরপর তারা চোর সহ আলমসাধুটি কোটচাঁদপুর থানায় সোপর্দ করেন। এদিকে চোর ধরা পড়া খবরে ছুটে আসেন কোটচাঁদপুরের দুই আলমসাধুর মালিক। যার মধ্যে রয়েছে মিন্টু রহমান ও সিরাজুল ইসলাম।

তারা বলেন, সম্প্রতি তাদের আলমসাধু চুরি হয়ে গেছে। আমাদের বিশ্বাস আলমসাধু দুইটি তারাই নিয়েছে। পরে সুমনের স্বীকারাক্তি অনুযায়ী বড়বামনদহ গ্রামে মোহাম্মদ আলী কে গ্রেফতার করেন পুলিশ। সে ওই গ্রামের আব্দুল মোতালেব হোসেনের ছেলে। সুমন কোটচাঁদপুর পৌরসভার গাবতলা পাড়ার আব্দুর রহিমের ছেলে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক মোঃ হাসানুর রহমান জানান, জনগন চোরসহ আলমসাধু আটকে পুলিশে সোপর্দ করেছেন। মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কোটচাঁদপুরে ভুক্তভোগী মৎস্যজীবিদের মানববন্ধন

লুট করা টাকা ফেরত ও হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন ভুক্তভোগী মৎস্যজীবিরা। গতকাল শনিবার বিকাল ৫ টার সময় জগদীশপুর হালদার পাড়ার বাওড়ের তীরে এ মানববন্ধন করেন তারা।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর উপজেলার বেশ কয়েকটি বিল, বাওড় রয়েছে। যার মধ্যে জগদীশপুর বাওড় অন্যতম। এ বাওড় ঘিরে বসবাস করেন ৫৩ ঘর মৎস্যজীবি। যারা এ বাওড়ের মৎস্য আহরন করে জীবিকা চালায়।

তবে এ বাওড় চাষ করতে গিয়ে তাদেরও পোহাতে হয় অনেক ধরনের ঝামেলা। শুক্রবার রাতের ঘটে যাওয়া ঘটনা তাঁর বহিঃপ্রকাশ। এ ঘটনা নিয়ে এলাকায় দুই পক্ষের মধ্যে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে।

এ সব থেকে রেহাই পেতে শনিবার জগদীশ বাওড়ের তীরে মানববন্ধন করেন। এ সময় মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের প্রায় ২ শতাধিক নারী পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

মানববন্ধনে বক্তব্যে ভুক্তভোগী মৎস্যজীবি ও সমিতির সভাপতি নারায়ন মন্ডল বলেন, কোটচাঁদপুর উপজেলার সব থেকে পুরাতন সমিতি আমাদের। এ সমিতির আওতায় আমরা এ বাওড়ে মাছ চাষ করে থাকি।

এবারও ২০২১ সালের দিকে বাওড়ের ডাক পায় ওই সমিতি। এরপর থেকে সমিতির সাধারন সম্পাদক কানাই হালদার একটা গ্রুপ করে আমাকে বাদ দিয়ে মাছ করছিল। চাষে ১৪ লাখ টাকা লোকসান দেখান তারা।

এ সব বিষয় নিয়ে শুক্রবার মিটিংয়ে বসা হয় স্থানীয় পুজা মন্ডপে। এ সময় রাজিবুল, মোহাম্মদ আলীসহ কয়েক মটরসাইকেল করে ঘটনাস্থলে আসেন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে। ওই সব দেখে মিটিং থেকে সবাই দৌড়ে পালায়।

এ সময় মিটিং স্থলে থাকা সমিতির প্রায় ১২ লাখ টাকা নিয়ে যায় তারা। তিনি বলেন, মোহাম্মদ আলী আমাদের কাছে মাছের পোনার টাকা পেত। ওই টাকা দেওয়ার কথা ছিল বৃহস্পতিবার।

তবে ওই দিন মিটিং না হওয়ায় টাকা দেয়া সম্ভব হয়নি। নারায়ণ মন্ডল বলেন, আমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। বাওড়টি চাষ করে আমাদের জীবিকা চলে। আর তাতে বাদ সাধে ওই গ্রুপের লোকজন। আমরা তাদের হাত

থেকে রেহাই পেতে চাই। এ বিষয়ে সকালে কোটচাঁদপুর মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।

অভিযুক্ত রাজিবুল ইসলাম বলেন, নারায়ন মন্ডল বিএনপি করে। এ কারনে চেয়ারম্যানের নির্দেশে তাকে বাওড়ের তীরে যাওয়া নিষেধ ছিল। বাওড়টি চাষ করছিল সমিতির সাধারণ সম্পাদক কানাই হালদার। তাকে তারা চোর সাজিয়ে এক পেশ করে রেখেছে।

তিনি বলেন, তারা হালদার। তাদের সঙ্গে আমার কোন সমস্যা নাই। তবে মোহাম্মদ আলীর কাছ থেকে মাছের পোনা কেনার সময় আমি ওই টাকার জামিনদার ছিলাম। এ কারনে তাদের ওখানে যাওয়া।

তারা আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করেছেন, তা সব মিথ্যা। তবে টাকা নিয়ে হালকা কথা কাটাকাটি হয়েছিল। আপনার কোন দলীয় পরিচয় আছে কিনা, জানতে চাইলে তিনি বলেন না কোন দলীয় পদ নাই।

এ প্রসঙ্গে সমিতির সাধারণ সম্পাদক কানাই হালদার জানান, আমিও মিটিংয়ে ছিলাম। যারা টাকা পাবে তারা গিয়েছিল। যার মধ্যে ছিল রাজিবুল,মোহাম্মদ আলী, মোহাম্মদ আলীর ছেলে। আর যে টাকার কথা বলছে, সেটা মিথ্যা। আমাদের সমিতির টাকাই নাই। সমিতি চলছে লোকসানে।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক ফরিদ হোসেন বলেন,জগদীশ বাওড়ের ঘটনা নিয়ে একটা অভিযোগ হয়েছে। তারা বলেছেন, বাওড়ে চাষ করলে বিবাদের টাকা দিতে হবে।

টাকা দিতে অপরগতা জানালে ১৩ তারিখ রাতে তারা এসে আমাদের উপর হামলা করেন। এ সময় তাদের কাছে ১২ লাখ টাকা তারা ছিনিয়ে নেন বলে তারা জানান।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র

প্রতিবাদ সমাবেশ

কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির আয়োজনে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধি, পরিবহন খাতে ভাড়া বৃদ্ধি, সকল পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি, সারের সংকটসহ, লোডশেডিং এবং ভোলায় বর্বরোচিত হত্যার প্রতিবাদে, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির উদ্দ্যোগে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

শুক্রবার জেলা প্রেস ক্লাবের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সফল ছাত্রনেতা, ঝিনাইদহ ২ আসনের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির বিপ্লবী সভাপতি, জননন্দিত জননেতা, আলহাজ্ব এ্যাডঃ এম. এ মজিদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহবায়ক, জনাব মোঃ আব্দুল মালেক, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহবায়ক, জনাব মোঃ আক্তারুজ্জামান, পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহবায়ক, জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, জেলা বিএনপির সংগ্রামী সাংগঠনিক সম্পাদক, জননেতা জনাব, মোঃ সাজেদুর রহমান পপ্পু সহ জেলা উপজেলা থেকে আগত বিএনপি এবং তার অঙ্গসংগঠনের সিনিয়ার নেতৃবৃন্দ।

উক্ত প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন, সাবেক যুবনেতা ও জেলা বিএনপির সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক, জননেতা জনাব মোঃ জাহিদুজ্জামান মনা, সঞ্চালনা করেন, ঝিনাইদহ সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি, জনাব এ্যাডঃ মোঃ কামাল আজাদ পান্নু।

এর আগে স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও বিএনপি’র চেয়ারপার্সন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী আপোষহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া’র কনিষ্ঠ পুত্র মরহুম আরাফাত রহমান কোকো’র ৫৩ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি কার্যালয়ে ঝিনাইদহ জেলা আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি সংসদের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেন দলটি।